যুগান্তর

NOV. 19 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 9 ... কলাম ... 7

সঠিক সিদ্ধান্ত

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা একটি সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, বন্দুক লড়াই এবং বিভিন্ন স্থানে টেন্ডারবাজির ঘটনার সাথে এই পদক্ষেপের একটা যোগসূত্র রহিয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যদিও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম বন্ধ করিবার ব্যাপারে কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই দৃঢ়চেতা সিদ্ধান্তের ফলে সারাদেশের ছাত্রদল কর্মীরা যে বার্তা পাইয়াছে উহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সাধারণত নিজেদেরকে শক্তিধর ভাবিয়া বিভিন্নভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে প্রয়াস পায়। ইহার দায় বহন করিতে হয় সরকারকে। প্রধানমন্ত্রী হয়তো সেই কারণেই ছাত্রদলসহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনকে ধারণা দিতে চাহিয়াছেন যে, তাহাদের যাহা খুশি তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। কেহ অন্যায় করিলে দল কঠোর ব্যবস্থা লইবে। কোন সন্দেহ নাই বিএনপি চেয়ারপারসন বিলক্ষণ জানেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসের ভয়াবহতা দেশবাসী সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। বিএনপি এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ম্যান্ডেট লইয়াই সরকার গঠন করিয়াছে। কিন্তু চার দলীয় জোট সরকারের যাত্রার শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো স্টাইলে ছাত্রদল ক্যাডাররা হলের দখল লইল, কয়দিন বিরতি দিয়া অবতীর্ণ হইল মরণপণ বন্দুকযুদ্ধে। শিক্ষা ভবনে ঘটিয়া গেল সশস্ত্র টেন্ডার মহড়া। এই সকলই বিগত সরকারের আমলে প্রত্যক্ষ করিয়া জনগণ ক্ষুব্ধ ছিল। তাই ছাত্রদল কর্তৃক বা তাহাদের নামে যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুরু হয় তখন কিন্তু নূতন সরকারের ভাবমূর্তি একেবারেই প্রশ্নবিদ্ধ হইয়া পড়ে।

তবে সুখের বিষয় এই ব্যাপারে সরকারের নির্লিপ্ততায় সাধারণ মানুষের মন যখন বেদনায় আরূঢ় তখনই ঘোষিত হইল প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। ইহা অসত্য নয় যে, পেশাদার সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের নিয়ন্ত্রণে আনা খুবই দুরূহ। কিন্তু সরকারি দল বা তাহার নামে সন্ত্রাস হইলে পুলিশের পক্ষে উহা নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং সরকার যদি সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বন্ধ করিতে আন্তরিক হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে ঘর সামলাইতে হইবে। এই কাজ অসমাপ্ত রাখিলে বা বিলম্বিত করিলে সকল কিছুই বিশৃঙ্খলা ও আস্থাহীনতার গর্ভে তলাইয়া যাইতে পারে।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত বা বাতিল করিয়া দিয়া রোগের ষোল আনা উপশম হইবার জো নাই। ছাত্রদলে আশ্রয় লইয়া যাহারা নানা অন্যায়-অনাচার করিয়া বেড়ায়, তাহাদের খুঁটির জোর কিন্তু দলীয় মুরব্বিরাই। এই মুরব্বিদের অনেকেই মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য। তাহারা তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই ক্যাডার লালন করিয়া থাকেন। বিপদের সময় আশ্রয় দেন। সুতরাং ছাত্রদলকে সামলাইতে মন্ত্রীদেরকেও সামলাইতে হইবে। আর সার্বিকভাবে আমরা আশা করিব, সরকার যেন বর্তমানের কলুষিত ছাত্র রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করিবার কাজে উদ্যোগী হয়। মেধাবী ছাত্ররা যাহাতে ছাত্র নেতৃত্ব দিতে আগাইয়া আসিতে উৎসাহিত হয় সেই লক্ষ্যে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

ছাত্রদলের কমিটি স্থগিত করিয়া এডহক ভিত্তিতে নূতন কমিটি গঠনের প্রয়াস আমরা অতীতেও লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু উহা সুফল দেয় নাই। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান যে হাল তাহাতে উহার কার্যক্রম আর চালাইয়া যাওয়াও সম্ভব ছিল না। এইবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের ধারা যেন স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হয়।